



Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)

A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture

Volume - v, Issue - iii, Published on July issue 2025, Page No. 646 - 649

Website: <https://tirj.org.in>, Mail ID: info@tirj.org.in

(SJIF) Impact Factor 7.998, e ISSN : 2583 - 0848

ঋগ্বেদিক সমকালীন যুগে প্রকৃতিচেতনা : একটি অধ্যয়ন

কৌশিক সরকার

সহকারী অধ্যাপক, বিভাগীয় প্রধান

সংস্কৃত বিভাগ, বিজয় নারায়ণ মহাবিদ্যালয়

Email ID : kaushiksarkar.blg@gmail.com

Received Date 25. 06. 2025

Selection Date 20. 07. 2025

Keyword

Vedas,
Rigveda,
Nature,
Environment,
Cloud, Sky, Air,
Water, Forest.

Abstract

The Vedas are an ancient body of knowledge. Originally, the Vedas were divided into four parts based on the reading; namely: Rigveda, Sāmveda, Yajurveda and Atharvaveda. The oldest of these four Vedas is the Rigveda.

The nature of Rig Vedic religion, as described in the Rigveda, was characterized by the worship of various natural forces and deities through hymns and sacrifices. It was a polytheistic religion where deities like Indra (God of thunder and rain), Agni (God of fire), and Varuna (God of cosmic order) were revered. There was no temple or idol worship, and rituals were performed in the open air. The focus was on seeking blessings for material prosperity and well-being. The Rig Vedic people worshipped natural forces like the sun, moon, stars, fire, wind, rain, and thunder by personifying them into gods and goddesses. The Rigvedic Aryans worshipped natural forces like earth, fire, wind, rain and thunder. They transformed these natural forces into many gods and worshipped them. They usually worshipped under the open sky through sacrifices. There were no temples or idol worship in the early Rigvedic period. In the context of this research, an attempt has been made to highlight the nature awareness of people during the era contemporary with the Rigveda.

Discussion

প্রকৃতি বলতে বিশ্বজগতের সবকিছু, যেমন— উদ্ভিদ, প্রাণী, খনিজ, পরিবেশ এবং প্রাকৃতিক ঘটনাকে বোঝায়। এটি মানব সৃষ্টি নয়, বরং স্বয়ং সৃষ্টি। প্রকৃতি বিভিন্ন ভাবে প্রকাশিত হতে পারে, যেমন: প্রাকৃতিক পরিবেশ, জীবন্ত সত্তা, এবং প্রাকৃতিক সম্পদ। প্রকৃতিকে বেস্টন করে পরিবেশের সৃষ্টি হয়। পরিপূর্বক বিশ্ ধাতুর উত্তর ঘঞ প্রত্যয় করে ‘পরিবেশ’ শব্দটি নিষ্পন্ন হয়েছে। পরিবেশ শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হল - ‘বেস্টন’ বা ‘পরিবৃতি’; অনুরূপভাবে যা বেস্টন করে আছে তাই পরিবেশ। এই পরিদৃশ্যমান জগৎকে বেস্টন করে আছে মানুষ, গাছ, লতাপাতা, পশুপাখী, মাছ, কীটপতঙ্গ, মাটি, জল, আলো, বাতাস, আকাশ, চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্র, পর্বত, সমুদ্র, রাস্তাঘাট, কলকারখানা ইত্যাদি। এছাড়াও রয়েছে উষ্ণতা, আদ্রতা প্রভৃতি। এইসব মিলেই জগৎ এর পরিবেশ সৃষ্টি হয়। একটু পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যাবে যে, পরিবেশ বলতে যা বোঝায়, তার মধ্যে দুই ধরনের উপাদান রয়েছে। একটি সজীব উপাদান (Living of Biotic) এবং অন্যটি হল জড় বা



অজীব উপাদান (Non-Living of Abiotic) উপাদান। শুধুমাত্র প্রাণী ও উদ্ভিদ-ই সজীব উপাদানের মধ্যে পড়ে, এছাড়া বাকি সমস্ত উপাদানই জড় বা অজীব উপাদান।

বৈদিক যুগের মানুষ জীবনধারণের প্রয়োজন প্রকৃতির উপর নির্ভর করত এবং প্রকৃতিকে ব্যবহার করতে জানত। এই নির্ভরতা এবং ব্যবহারিক প্রয়োজনীয়তাই হয়তো বিভিন্ন প্রাকৃতিক পদার্থকে দেবতারূপে কল্পনাতে সাহায্য করেছিল। মানব সভ্যতার প্রাগৈতিহাসিক স্তর অতিক্রম করে উন্মেষ ঘটেছিল বৈদিক সভ্যতার। এ প্রসঙ্গে Macdonell তাঁর *History of Sanskrit Literature* গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন –

“The higher gods of the R̥gveda are almost entirely personifications of natural phenomena such as sun, dawn, fire, wind.”^১

ঋগ্বেদে যে সমস্ত দেবতার স্তুতি করা হয়েছে তাদের কথা পর্যালোচনা করলে বোঝা যায় যে, এক একটি প্রাকৃতিক পদার্থের চৈতন্যময় সত্তা বা অধিষ্ঠাতা হল এক একটি দেবতা। যেমন ঋগ্বেদের দেবতা সূর্য বা সবিতা বা আদিত্য প্রাকৃতিক পরিবেশে অবস্থিত চক্ষুর্গ্রাহ্য সূর্যেরই অধিষ্ঠাতা। এছাড়াও অতিপ্রয়োজনীয় আঙনের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা হল অগ্নি। ঝড়, ঝঞ্ঝা ও বন্যার দেবতা মরুদগণ। বৈদিক দেবতা রুদ্র বজ্রের দ্যোতক। বৈদিক দেবতা রুদ্র বজ্রের দ্যোতক। বজ্রপাত, বিদ্যুৎগর্জন তার চক্ষুর্গ্রাহ্য বাহ্য প্রাকৃতিক রূপ। পর্জন্যদেবের প্রতীক হল মেঘ। জল জীবকে বাঁচিয়ে রাখে। এই জলেরই দেবরূপ বৈদিক ‘অপ্’ ঋগ্বেদের পৃথিবী আমাদের দৃষ্টিগোচর অন্নদাত্রী মাতৃস্থানীয় ধরিত্রী। এই পৃথিবী দেবীর সঙ্গে স্তুতি করা হয়েছে আকাশের। আকাশকে মর্ত্যবাসীর জনক বলা হয়।

ঋগ্বেদের বিভিন্ন মন্ত্রে এই সমস্ত দেবতার উদ্দেশ্যে যে সমস্ত স্তুতি, সরূপবর্ণনা প্রার্থনা ইত্যাদি প্রতিপাদিত হয়েছে, তাদের কোন কোন সূক্ত পর্যালোচনা করলে মনে হয় প্রাকৃতিক পরিবেশ জীবের অনুকূলে যেন থাকে, এই উদ্দেশ্যেই সেগুলি রচিত হয়েছে।

ঋগ্বেদের তেরটি সূক্ত সূর্যদেবের উদ্দেশ্যে পাওয়া। সূর্য জ্যোতিষ্কের মধ্যে শ্রেষ্ঠ (ইদং শ্রেষ্ঠং জ্যোতিষাং জ্যোতিরুত্তমম)^২, সূর্যের তেজ কল্যাণকারী, যাগযজ্ঞক্রিয়ার অনুকূল এবং সকলের পোষক (যেনেমা বিশ্বা ভুবনান্যাত্ত্বা বিশ্বকর্মা বিশ্বদেব্যাবতা)^৩, সূর্য বিশ্বের প্রকাশক (বিশ্বমা ভাসি রোচনম)^৪, সূর্য দিন ও রাত্রির নির্ণায়ক (বিদ্যামেঘি রজস্পৃথ্বহা সিমানো অঙ্কুভিঃ)^৫।

বায়ু বেদে উল্লিখিত দেবতাগণের মধ্যে অন্যতম অন্তরীক্ষস্থানের দেবতা। ঋগ্বেদের ঋষিরাও বায়ুর গুরত্ব অনুভব করেছেন। পরিবেশ বিজ্ঞানীদের মতে বৃষ্কেরা যে অক্সিজেনপূর্ণ বাতাস মানুষসহ বিবিধ প্রাণীগণ গ্রহণ করে বেঁচে থাকে ও সুস্থ হয় সর্বদা। অনুরূপভাবে মানুষসহ বিবিধ প্রাণীগণ কার্বন-ডাই-অক্সাইড প্রশ্বাসের সময় নির্গত করে তা গ্রহণ করে পরিবেশকে দূষণ মুক্ত করে বৃক্ষ-লতা প্রভৃতি। বাতাস বৃক্ষলতা প্রভৃতির সাহায্যে এই দূষিত কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্রাস করে। এই সত্য বৈদিক ঋষিরা হয়তো জানতেন বা অনুমান করতে পারতেন। তাই তারা বায়ুর কাছে প্রার্থনা করেছেন—

“হে বায়ু! তুমি এ দিকে ঔষুধ বয়ে আন, যা হিতকর নয় এদিক থেকে বয়ে নিয়ে যাও। যেহেতু তুমিই সংসারের ঔষুধ স্বরূপ, তুমি দেবতাদের দূত হয়ে যাও।”^৬

তারা আরও প্রার্থনা করেছেন যে, -

“এই শুদ্ধ বায়ু ঔষধের মত হয়ে বইতে থাকুন। তিনি কল্যাণকর, সুখকর হোন এবং তিনি মানুষকে দীর্ঘ আয়ু দান করুন।”^৭

প্রসঙ্গতঃ ঋগ্বেদের দশমমণ্ডলের একশত ছিয়াশিতম সূক্তে বলা হয়েছে—

“বাত আ বাতু ভেষজং শম্বু ময়োভু নো হদে। প্র ণ আয়ুঁষি তারিষৎ।।”^৮

বায়ুকে পিতা, ভ্রাতা এবং বন্ধু বলে বর্ণনা করা হয়েছে। প্রসঙ্গতঃ ঋগ্বেদে উল্লিখিত হয়েছে— উত বাত পিতাসি ন উত ভ্রাতোত নঃ সখা।^৯ আগে বায়ু, পরে বৃষ্টি। এই জন্য বায়ুকে ‘অপাং সখা প্রথমজা’^{১০} বলা হয়েছে।



পর্জন্যদেবের উদ্দেশ্যে তিনটি সূক্ত ঋগ্বেদে উল্লিখিত হয়েছে। পর্জন্য বর্ষণের দ্বারা অন্ন উৎপাদন করেন— স নো যবসমিচ্ছতু।” তিনি মেঘকে উন্মুক্ত এবং বিদীর্ণ করে বর্ষণ করে। ফলে গবাদি পশু পুষ্টি লাভ করে, ঔষধিসমূহ উজ্জীবিত হয়, মরুভূমি জলযুক্ত হয়ে সুগম্য হয়। পৃথিবীস্থানের দেবতা অগ্নির গুরুত্ব অপরিসীম। ঋগ্বেদে প্রায় দুইশ সূক্তে অগ্নির স্তুতির কথা বলা হয়েছে। বৈদিক আর্ষদের গৃহে গার্হপত্য অগ্নি সদা প্রজ্বলিত থাকত। এই জন্য অগ্নিকে ‘গৃহপতি’ বলা হয়েছে।

জলকে আমরা জীবন বলে জানি। তাই ঋগ্বেদে জলকে অমৃত বলা হয়েছে। জলের মধ্যে ভেষজও আছে —

“অপস্বস্তরমৃতমপসু ভেষজমপামুত প্রশস্তয়ে।”^{২২}

জল শুধু তৃষ্ণা নিবারণ করে তাই নয়, জল ঔষুধের কাজ করে। জল দিয়ে কোন কোন রোগের চিকিৎসা হয়, একথা হয়তো বৈদিক ঋষিরাই সর্বপ্রথম ধরতে পেরেছিলেন। জল সমস্ত কিছুকে ধুয়ে দেয়, এমনকি দূরিত বা পাপও —

“ইদমাপঃ প্র বহত যৎ কিঞ্চঃ দুরিতং ময়ি।”^{২৩}

উদ্ভিদ পরিবেশের জৈব উপাদানের মধ্যে অন্যতম। সুতরাং বর্তমানে পরিবেশ রক্ষার একটি উপায় হল অরণ্য সম্পদের রক্ষা। ঋগ্বেদের *অরণ্যানি* সূক্ত পড়লে মনে হয় যেন এখানেও অরণ্যকে রক্ষার কথা বলা হয়েছে। এই অরণ্যানী প্রাণ সংহারক। যদি অন্য হিংস্র পশু না আসে তাহলে যেকোন অরণ্যে মানুষ সুস্বাদু ফল খেয়ে সুখে জীবন যাপন করতে পারেন। এ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে—

ন বা অরণ্যানি হস্ত্যান্যশ্চেন্নাভিগচ্ছতি।

স্বাদোঃ ফলস্য জঙ্ঘায় যথাকামং নি পদ্যতে।^{২৪}

এখানে অরণ্যানীর সৌরভ কস্তুরীর মত। এখানে যথেষ্ট আহার মেলে। এখানে কৃষিকার্য হয়না বটে, তবে এই অরণ্যানী হরিণদের তথা সকলের আশ্রয় এবং মাতৃস্বরূপ। প্রসঙ্গতঃ উল্লিখিত হয়েছে—

আঞ্জনংগন্ধিম্ সুরভিম্ বহুংঅত্রাম্ অকৃষিহবলাম্।

প্র অহম্ মুগাণাম্ মাতরম্ অরণ্যানিম্ অর্শসিষম্।^{২৫}

বৈদিক যুগের ঋষি মূনিরা সহ সাধারণ মানুষ পরিবেশ যাতে জীবনযাপনের অনুকূল হয় তার জন্য সর্বদাই সচেতন ছিল। তার জন্যই তারা প্রার্থনা জানিয়েছেন— ঔষধিসমূহ, দ্যুলোক, জল, অন্তরীক্ষ সকলের জন্য মধুযুক্ত হোক। প্রসঙ্গতঃ বলা হয়েছে—

মধুমতীরোষধীর্দ্যাব আপো মধুমন্নো ভবঙ্কস্তরিক্ষম্।^{২৬}

সবশেষে ঋগ্বেদের বিভিন্ন সূক্ত থেকে প্রমাণিত হয় যে, ঋগ্বেদিক যুগেও অর্থাৎ হাজার হাজার বছর আগেও সমস্ত ঋষি-কবিরা পরিবেশ সম্পর্কে জ্ঞাত ছিলেন। সেই কারণেই ঋষিকবিরা পরিবেশ সচেতনতার দিকে যথেষ্ট নজর দিয়েছিলেন।

Reference:

১. *History of Sanskrit Literature*, p. 69
২. ঋগ্বেদ, ১০। ১৭০। ৩।
৩. তদেব, ১০। ১৭০। ৪।
৪. তদেব, ১। ৫০। ৪।
৫. তদেব, ১। ৫০। ৭।
৬. সংস্কৃত রচনায় প্রতিফলিত পরিবেশ সচেতনতা, পৃ. ১০৩
৭. পরিবেশ ভাবনায় সংস্কৃত সাহিত্য, পৃ. ২০২



৮. ঋগ্বেদ, ১০। ১৮৬। ১।
৯. তদেব, ১০। ১৮৬। ২।
১০. তদেব, ১০। ১৮৬। ৩।
১১. তদেব, ৭। ১০২। ১।
১২. তদেব, ১। ২৩। ১৯।
১৩. তদেব, ১। ২৩। ২০।
১৪. তদেব, ১০। ১৪৬। ৫।
১৫. তদেব, ১০। ১৪৬। ৬।
১৬. তদেব, ৪। ৫৭। ৩।

Bibliography:

- ঋগ্বেদ সংহিতা। সম্পা. দুর্গাদাস লাহিড়ী। কলকাতা : এশিয়াটিক সোসাইটি, ১৩৩০ (দ্বিতীয় সংস্করণ)
(১ম খণ্ড ও দ্বিতীয় খণ্ড)। সম্পা. আব্দুল আজীজ আল্ আমান্। কলকাতা : হরফ প্রকাশনী, ১৯৭৬ (প্রথম সংস্করণ)
ঘোষ, বিদ্যুৎ বরণ। সংস্কৃত রচনায় প্রতিফলিত পরিবেশ সচেতনতা। কলকাতা : সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ২০১১
(দ্বিতীয় সংস্করণ)
ভট্টাচার্য, সুকুমারী। প্রাচীন ভারত সমাজ ও সাহিত্য। কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৩৪ (প্রথম সংস্করণ)
বসু, যোগীরাজ। বেদের পরিচয়। কলকাতা : ফার্মা কে. এল. এম প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৯৩ (প্রথম সংস্করণ)
ভট্টাচার্য, রবীন্দ্রনাথ। পরিবেশ ভাবনায় সংস্কৃত সাহিত্য। কলকাতা : সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ২০১৫ (দ্বিতীয়
সংস্করণ)
Macdonell, Arthur A. *History of Sanskrit Literature*. London : William Heinemann, 1905
(Second Edition)